ডানাভাঙ্গা পায়রা

কর্কট রাশিতে জন্ম বলেই বোধহয় আমায় পদে পদে নানা ছর্কটের সম্মুখীন হতে হয়।

এই তো সেদিন একটা সম্পূর্ণ অকারণ ছোট্ট ঘটনা শুধু যেন আমাকে বিব্রত ব্যতিব্যস্ত করার জন্যেই ঘটে বসলো। এর আগেও যেরকম ঘটে এসেছে বরাবর।

আমার ছোট ননদ কাম্পালা থেকে অল্প ক'দিনের জন্যে বেড়াতে আসছে। আমরা নাসিকে থাকতে ঘুরে গেছে একবার। এবার কলকাতায় মেয়ের বাড়িতে কিছুদিন কাটিয়ে ফেরার পথে দিন দশেকের জন্যে নয়ডায় আসবে। সঙ্গে ওর মেয়ে এবং নাতিও আসছে। ননদ দিল্লী থেকে কাম্পালার প্লেন ধরবে। মেয়ে আসছে মাকে প্লেনে তুলে দিতে। সঙ্গে চার বছরের ছেলে বাপ্পা।

নাসিকে সরকারি বাংলোবাড়ি ছিল। প্রশস্ত লন, ফুলের বাগান, কিচেন গার্ডেন, বিশাল হরিয়ালি ঘেরা এলাকা। সেই তুলনায় নয়ডার ভিড়-ভারাক্কা, গায়ে গায়ে সাঁটানো ঘিঞ্জি অপরিসর ফ্ল্যাট। নাসিকে এসে এবং ওখান থেকে ফিরে গিয়ে ওরা উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিল। এবার নয়ডায় এসে ওরা কতটা নিরাশ হবে সে কথা ভেবে মনে মনে দমে আছি এমন সময় ঘটলো ঘটনাটা। আমার রাশিগত ছর্কট।

চাদর তোয়ালে পর্দা কুশন-কভার এক এক খেপ করে মেশিনে কেচে ক্ষুদ্র ব্যালকনিতে ঠাসাঠাসি করে মেলে শুকোবার চেষ্টা করছি। গত দু'দিন থেকে ব্যালকনির ফ্যান খুলে রেখেছি। দড়িতে টাঙানো কাপড় চোপড় শুকোলে পরের খেপের কাপড়-জামা মেলে দেবো। এরই মধ্যে হঠাৎ ব্যালকনিতে এসে দেখি কোত্থেকে একটা পায়রা এসে এক কোনে পড়ে আছে। আমাকে দেখে কুলারের তলায় ঢুকে পড়লো। পায়রাটার একটা ডানা ভাঙ্গা, রক্তাক্ত ক্ষতচিহ্ন। স্বামীকে ডেকে আনলাম। ব্যাপারটা বোঝা গেল। ফ্যানের ব্লেডে ধাক্কা খেয়ে পাখীটার এই অবস্থা। মনটা খারাপ হয়ে গেল। এ পাড়ায় পায়রার আধিক্য একটা সমস্যাই

ছিল এতকাল। জানলার উপরটা ব্লক করে, কার্নিশে ওদের বসার জায়গা বুজিয়ে ফেলে, বারান্দায় খড়কুটো দিয়ে বাসা বানাবার প্রচেষ্টা বারবার ভণ্ডুল করে পায়রাদের আনাগোনা অনেকখানিই কমাতে পেরেছি। আজ হঠাৎ এই পায়রাটার কি মতিচ্ছন্ন ধরেছিল কে জানে? এখন উপায়! স্বামী বললো, "ওকে ওখানেই থাকতে দাও। একটু খাবার আর জল রেখে দাও যদি খেতে চায়।"

এরপর সারাদিনে সেই পায়রা নিয়ে আরও কিছু গোলযোগ বাধলো। কখন কোন ফাঁকে বেডরুমে ঢুকে পড়ে ডবল-বেড খাটের নীচে আত্মগোপন করে রইলো। ডাকাডাকি করে ফল হ'ল না যখন শেষ অবধি বেডরুমেই ডিশে করে চাল, পাঁউরুটির টুকরো ও প্লাস্টিকের ডিবেয় জল রেখে দিলাম। পরদিন সকালে হঠাৎ বাথরুমে ঢুকে পড়লো পায়রাটা। আমি দরজা বন্ধ করে দিলাম।

আমার স্বামী বললো, "বাথরুমেই থাক, অন্তত ময়লা করলে ধোয়া সহজ হবে। সারা রাতে বেডরুমের মেঝেময় যা করে রেখেছে ও ঘরে ঢোকা যায় না।"

সারাটা সকাল সারা দুপুর বাথরুমে রইলো পায়রাটা। আমার সেদিন আর স্নান হ'ল না। দরজাটা একটু ফাঁক করে হাত গলিয়ে খাবার আর জলের পাত্র বাথরুমের মেঝেতে রেখে এলাম যদি পাখীটা খেয়ে একটু সবল হয়, নিজের ডেরায় উড়ে যায়। খুব দ্রুত হাঁটা-চলা করতে পারছে বটে (আমাদের সামনে চক্ষুর নিমেষে ব্যালকনি থেকে বেডরুম ও তারপর বেডরুম থেকে বাথরুমে ঢুকে পড়লো) তবে ভাঙ্গা ডানা জোড়া না লাগলে উড়ে নিজের বাসায় যেতে পারবে না। ডানা জোড়া লাগতে কতদিন লাগবে, আদৌ জোড়া লাগবে কিনা কে জানে!

আমার ননদের আসার আর মাত্র দু'দিন বাকি। এই এক রত্তি ফ্ল্যাটে এত অসুবিধার মধ্যে যদি আবার এই পায়রাটাকেও আশ্রয় দিতে হয় ---- না-না, তা সম্ভব নয়। অথচ কোন উপায়ও নজরে পড়ছে না। ডানা ভাঙ্গা পাখীটাকে বাইরে রেখে এলে কুকুর বিড়াল কাক চিল কারও না কারও কবলে পড়বেই আর আমাদের মনের কোনে একটা অনুশোচনা রয়ে যাবে বরাবরের মত।

আমাদের কাজের মাসি আরতি বললো ওর সাত বছরের মেয়ে নাকি পায়রাটার কথা শুনে আবদার ধরেছে ওটাকে পুষবে বলে। কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠলাম। এর চাইতে ভাল আর কি হতে পারে! স্বামীর সঙ্গে কথা বলে তক্ষুণি সম্মতি জানালাম। কাজের মাসি মহা খুশি। কাজ সেরে যাওয়ার সময় পায়রাটাকে একটা থলেয় ভরে নিলো। বল্লাম, থলেটায় ফাঁক রেখো নইলে দম

বন্ধ হয়ে মরে যাবে। আরতি মা কালীর মত লম্বা জিভ কেটে তাড়াতাড়ি থলিটা গুছিয়ে ধরলো। তারপর কি ভেবে ফিরে এলো আবার।

"কুড়িটা টাকা দেবে? মাইনে থেকে কেটে নিও।"

আলমারী থেকে কুড়িটা টাকা বার করে ওর হাতে দিয়ে বললাম, "এ টাকা তোমায় ফেরৎ দিতে হবে না, তোমায় আমি দিলাম।"

আমাদের এত বড় সমস্যা থেকে উদ্ধার করলো তার কাছে কুড়ি টাকা অতি সামান্য ----।

তক্ষুণি আর একটা কথা মনে পড়ে যেতে আরতিকে দাঁড়াতে বলে এক প্যাকেট চাল - প্রায় পৌনে এক কিলোর মতন - দিয়ে ওকে বললাম, "এটা ওর খোরাক। দু'বাটি চাল খেয়েছে দেড় দিনে।"

আরতি এক হাতে চালের প্যাকেট আর অন্য হাতে থলেয় বন্দী পায়রা নিয়ে চলে গেল।

রাজধানীর গা-ঘেঁষা সমৃদ্ধ শহর, নানারকম চিত্তাকর্ষক সম্ভাবনায় ঠাসা। সাতটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। সকাল সকাল ট্যাক্সি নিয়ে বেরিয়ে পড়ি, বাড়ি ফিরতে সন্ধ্যে পার হয়ে যায়। কোন কোন দিন সন্ধ্যে বেলাতে আবার বেরিয়ে পড়ি হাঁটা পথে পাড়ি দিয়ে। বাড়ির পাশেই স্পাইস-মলে রাতের খাওয়া সেরে নিই পছন্দমত রেস্তোরাঁয়। এই ঝলমলে প্রাণবন্ত জীবনের পাশে নাসিকের শান্ত শ্যামলিমার স্মৃতি কোথায় তলিয়ে গেল।

সোমবার চলে যাবে ওরা। শুক্কুরে শুক্কুরে আট। ঠিক আট দিনের মাথায় ডানাভাঙ্গা পায়রার প্রসঙ্গ উঠলো। আমার স্বামীই বোধহয় সকালে খাবার টেবিলে বাপ্পার চিত্তবিনোদন করার সদ্ উদ্দেশ্য নিয়ে গল্পটা
ফেঁদেছিল। বাপ্পা উৎকর্ণ হয়ে শুনছে, দু'চোখ জ্বল জ্বল করছে তার।

"কোথায় আছে পায়রাটা? আমি নেবো। হ্যাঁ আমাকে এনে দাও। প্লীজ দাদু, দাও না।"

বেকায়দা বুঝে আমার স্বামী প্রসঙ্গ পরিবর্তন করার চেষ্টা করলো। কিন্তু তখন আর কিছুতেই ভবি ভোলবার নয়।

"পায়রা-রা ভীষণ নোংরা হয়। সারা বাড়ি নাদ ছড়িয়ে রাখবে, পালক উড়বে বাড়ি ময়, নোংরা পায়ে যেখানে সেখানে উড়ে গিয়ে জুড়ে বসবে, বিছানা - টেবিল - বইপত্তর - বাসনকোশন। কতবার করে ধুয়ে - মুছে - ঝেড়েঝুড়ে পরিষ্কার করবে সে সব? শুধু উড়ে গিয়ে বসা নয় মিনিটে মিনিটে নাদি পড়বে

সর্বত্র। অত নোংরার মধ্যে থাকা যায়?"

কাকে বলা এসব। বাপ্পা ততক্ষণে সোফার উপর আছড়ে পড়ে প্রবল বেগে হাত পা ছুঁড়ছে, "আমার পায়রা চাই-ই। হ্যাঁ -।" গাঁক - গাঁক করে সেই চিৎকারে কানে তালা লাগার জোগাড়।

বললাম, "ঠিক আছে বাবা, এনে দেবো পায়রা। কেঁদোনা, বল্লাম তো পায়রা আসবে।"

আরতি ঘর মুছছিল। ঘরমোছা স্থগিত রেখে হঠাৎ বালতী নিয়ে বারান্দায় চলে গেল।

স্বামী বললো, "ওকে বলো আজ বিকেলবেলা পায়রাটা নিয়ে আসে যেন। দু'দিনের ব্যাপার। তারপর আবার ফেরৎ নিয়ে যাবে। দশটা টাকা দিয়ে দিও। মেয়েকে মিষ্টিটিষ্টি কিনে খাওয়াক যাতে মন খারাপ না করে।"

আরতিকে বলার জন্যে বারান্দায় গিয়ে দেখি বালতীর পাশে ঘাড় কাৎ করে বসে আছে নিঃঝুম হয়ে। আমি ওর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। আরতি চোখের কোণ দিয়ে দেখলো আমায় মাথা না তুলেই। ওকে বুঝিয়ে বললাম সব। এরা আমাদের কাছে ক'দিনের জন্যে আনন্দ করতে এসেছে। আমাদের অতিথি। বাচ্চা ছেলেটা বায়না করছে পায়রার জন্যে। দু'দিন একটু নতুন রকমের খেলা করতে পাবে। পায়রাটা তো আর ওরা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে না, ওরা চলে গেলে আরতিই পায়রার ভার পাবে আবার। মাত্র দু'দিনের ব্যাপার।

আরতি কোন উত্তর না দিয়ে ঘাড় ঝুঁকিয়ে বসে রইলো। আমি আবার করে বললাম কথাগুলো। আরতি তবু নিশ্চুপ। আমার রাগ হতে লাগলো। আমাদের বাড়ি থেকেই নিয়ে গেছে পায়রাটা, মাত্র দু'দিনের জন্যে ফেরৎ দিতে আপত্তি কিসের? আমিই বা এত সাধ্য সাধনা করছি কিসের জন্যে? আমাদের পায়রা আমাদের ফেরৎ দিয়ে যাবে, ব্যস। আরতি মাথাটাকে আরও নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে প্রায় পেট বরাবর এনে বিড়বিড় করে ন্যকারত্মক কিছু বললো। কথাটা শুনতে না পেলেও বুঝলাম পায়রাটা ফেরৎ আনতে ওর আপত্তি আছে। আমার ততক্ষণে মেজাজ সপ্তমে চড়ে গেছে।

বেশ রাগ দেখিয়ে বললাম,"কেন? আনবে না কেন শুনি?"

আরতি এতক্ষণে মুখ তুললো। হাউহাউ করে কান্না ধরা গলায় সারা বৃত্তান্ত বলে গেল। আমি শোবার ঘরের দিকের দরজাটা ভাল করে চেপে বন্ধ করে দিয়ে

এলাম, এসব কথা পাঁচ কান হয় পাছে। পায়রাটার শোচনীয় পরিণাম বাড়ির অন্য কেউ জানুক এটা আমি কদাচ চাই না।

ডানাভাঙ্গা পায়রাটা হয়তো আর কোনদিনই উড়তে পারতো না। সেক্ষেত্রে সেটাকে বাড়ির বাইরে ছেড়ে এলে কুকুর - বেড়াল - চিল - শকুনি কারো একটা শিকার হতে দেরী লাগতো না। সেটা হয়নি। তার বদলে আরতি বাড়ি নিয়ে গেছে পায়রাটাকে। আমার কাছ থেকে কুড়ি টাকা নিয়ে পথে দোকান থেকে পেঁয়াজ - রশুন - সাদা তেল কিনে নিয়ে গেছে। বাড়ি গিয়ে ----। আমার দেওয়া চালটাও কাজে লেগেছে। টুটা বাসমতি - ভাঙ্গা খুদ হলেও বিশুদ্ধ বাসমতি। তোফা করে কবুতরের বিরিয়ানি বানিয়ে ভোজ খেয়েছে পরিবারের সবাই মিলে।

বাপ্পাকে বললাম, "ভাঙ্গা ডানাটা জোড়া লাগতেই উড়ে চলে গেছে পায়রাটা। হয়তো বা তার পুরোনো পাড়াতেই ফিরে এসেছে আবার, আশে পাশের কোন বাড়ির কার্নিশে বসে বক্ বকম্ করে গল্প করছে তার বন্ধুদের সাথে। তুমি ইচ্ছে করলে চটপট ব্রেকফাস্ট খেয়ে দাদুর সঙ্গে ছাদে গিয়ে এ পাড়ার পায়রাদের দেখে আসতে পারো।"